Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাইলা ফারজানা

রোলঃ 23090120362


২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### রিসার্চের বিষয়ঃ

## ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাইলা ফারজানা

রোলঃ 23090120362

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাইলা ফারজানা, আইডিঃ 23090120362 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Shaila Farjana

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

**শাইলা ফারজানা**

আইডিঃ 23090120362

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


ভূমিকা ..... 5

ইলম অর্জনের গুরুত্ব, ফজিলত ও আদব ..... 6

কুরআন সুন্নাহয় ইলম হাসিল করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ ..... 7

ইলমে দ্বীনের ফজিলত ..... 8

নিয়ত বিশুদ্ধ করা ..... 9

ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি ..... 10

ইলমের জন্য দরকার মেহনত ..... 12

উস্তাযের দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ ..... 13

ইলমের ধারক-বাহকগণকে সম্মান করা ..... 14

কুরআনে শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্ব ..... 24

জ্ঞানার্জন করার পর তদনুযায়ী আমল না করার পরিণতি: ..... 28

উপসংহার : ..... 31

# ভূমিকা

ইলম বা জ্ঞান অর্জন মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। এটি কেবলমাত্র দুনিয়ার কল্যাণের জন্য নয়, বরং আখিরাতের সাফল্য অর্জনের মাধ্যমও। ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন ও হাদিসে বারবার জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা ও ফজিলত উল্লেখ করা হয়েছে। এই থিসিসে ইলম অর্জনের গুরুত্ব,প্রয়োজনীয়তা এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর ফজিলত আলোচনা করা হবে। (কপি: চ্যাট জিপিটি)

প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ইলম অনেক জরুরত। কেননা ইলম ব্যতীত আমল গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ ইলম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করলে,আমল সম্পর্কে গাফেল থাকে।

এরই ধারাবাহিকতায় উক্ত থিসিসটি পর্যালোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

শাব্দিক অর্থ :

আরবি শব্দ الْعِلْمُ: اِسْمُهُ (ইলম্)

মূল ধাতু: ع ل م

শাব্দিক অর্থঃ জানা, অবগত হওয়া,পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া, কোনো বিষয়ের সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভ,আলোকপ্রাপ্ত হওয়া। আরবিতে "عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمًا"—এর অর্থ: জানল, জানে, জানা।

কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

— "বলুন: জানে এমন লোক আর না-জানে এমন লোক কি সমান?" (সূরা যুমার, ৩৯:৯)

এখানে, يَعْلَمُونَ শব্দটি "علم" ধাতু থেকেই–যা জ্ঞানের শাব্দিক মর্যাদা স্পষ্ট করছে।

পারিভাষিক অর্থ:

ইসলামী পরিভাষায় ইলম বলতে বোঝায় যে জ্ঞান আল্লাহ্‌র পরিচয়, তাঁর বিধান, তাঁর রসূলের শরীয়ত ও হিদায়াত সম্পর্কে নিশ্চিত ও উপকারী ধারণা দেয়। এমন জ্ঞান যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনে। এমন জ্ঞান যা আকীদা, আমল, আখলাক, ইবাদত–সব ক্ষেত্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

হাদিসে এসেছে–

« مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ »

— "আল্লাহ যার জন্য কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।" (সহিহ বুখারি)

অর্থাৎ, ইসলামী সংজ্ঞায় ইলম মানে–

দ্বীনি জ্ঞান, যা কল্যাণ বয়ে আনে, পথ দেখায়, আর আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য।

# ইলম অর্জনের গুরুত্ব, ফজিলত ও আদব

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اقرأ - পড়ো,ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান।ইলম ছাড়া ইসলাম যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন,পারিবারিক জীবন,সামাজিক জীবন,রাষ্ট্রীয় জীবন - কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়।

দ্বীনি ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়া হিসেবে। ফরজে আইন বলা হয়- যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে -

طلبُ العلمِ فريضة على كلّ مسلمٍ

অর্থ: প্রত্যেক মুসলমানদের উপর ইলম অর্জন করা ফরজ।

মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফি),হাদিস ১,২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস:২২৪

## কুরআন সুন্নাহয় ইলম হাসিল করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ

পবিত্র কুরআনের পুরোটায় ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাজিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নবি কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন –

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যে গুলো তোদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। সূরা নাহল: আয়াত- ৪৪

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর নবী (সা)-কে দুআ শিখিয়েছেন-

ربي زدني علمّا

অর্থ: হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও।

সূরা ত্বহা: আয়াত - ১১৪

আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে প্রিয় হতো তবে তিনি নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারীমে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

# ইলমে দ্বীনের ফজিলত

সর্বপ্রথম কুরআনে ওহীতেই ইলমের প্রতি উৎসাহ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

তোমার প্রতিপালকের নামে পাঠ কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন– সৃজন করেছেন মানুষকে 'আলাক ' হতে। পাঠ কর, তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানতো না। — সূরা আলাক (৯৬): ১-৫

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমের গুরুত্ব সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের সমঝ দান করেন। — সহীহ বুখারী, হাদিস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদিস ১০৩৭

আরো ইরশাদ করেছেন–

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ :رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ

দুই ব্যক্তির ব্যতীত আর কারো ব্যাপারে হিংসা করা ঠিক নয়। আল্লাহ যার কাছে হিকমত দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং শিক্ষা দেয়; আর যার কাছে আল্লাহ মাল দান করেছেন আর সে তা নষ্ট হওয়ার সঠিক পথেই খরচ করে। — সহীহ বুখারী, হাদিস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদিস ৮১৬

হাদীস শরীফে ইলম অর্জনের রাস্তা থেকেও আল্লাহর রাহা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

সে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য বের হলে সে আল্লাহর রাস্তায় বের হলো। — জামে তিরমিযী, হাদিস ২৬৪৭

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে–

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

যে ব্যক্তি আমার মসজিদে আসে শুধু কল্যাণ শিখবে অথবা শেখাবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়।

— সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস ২২৭; সুনানে দারিমী, হাদিস ৮৪৯

## নিয়ত বিশুদ্ধ করা

সকল আমলের ক্ষেত্রেই নিয়ত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও সকল আমলের ক্ষেত্রেই নিয়ত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয় এই নিয়তের মাধ্যমেই। মুমিন এজন্যই মুমিন যে, সে ইমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার নিয়ত ঠিক থাকে– অর্থাৎ খুশুতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইমান এনেছে। আর মুনাফিক এজন্যই মুনাফিক যে, সে তার ইমানের ক্ষেত্রে নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখেনি। নিয়তের দ্বারা ছোট আমল আল্লাহ দরবারে অনেক বড় হয় যায়। আবার নিয়তের গুণাগুণের কারণে অনেক বড় আমলও বিফল হয়ে যায়।

ইলম শিক্ষার পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া আমলে বস্ত্র উদ্দেশ্য সামনে আসে। এজন্য নিয়তের বিষয়ে ইলম অর্জনকারীকে খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা উচিত এমন ইলম (দ্বীনি ইলম) যে ব্যক্তি কেবল দুনিয়ার কোনো উপকার লাভের জন্য শিখবে– কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না।

— সুনান আবু দাউদ, হাদিস ৩৬৬৪; সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস ২৫৪

মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয় এই নিয়তের মাধ্যমেই। মুমিন এজন্যই মুমিন যে, সে ইমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার নিয়ত ঠিক থাকে– অর্থাৎ খুশুতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইমান এনেছে। আর মুনাফিক এজন্যই মুনাফিক যে, সে তার ইমানের ক্ষেত্রে নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখেনি। নিয়তের দ্বারা ছোট আমল আল্লাহ দরবারে অনেক বড় হয় যায়। আবার নিয়তের গুণাগুণের কারণে অনেক বড় আমলও বিফল হয়ে যায়।

ইলম শিক্ষার পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া আমলে বস্ত্র উদ্দেশ্য সামনে আসে। এজন্য নিয়তের বিষয়ে ইলম অর্জনকারীকে খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা উচিত এমন ইলম (দ্বীনি ইলম) যে ব্যক্তি কেবল দুনিয়ার কোনো উপকার লাভের জন্য শিখবে– কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না।

— সুনান আবু দাউদ, হাদিস ৩৬৬৪; সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস ২৫৪

# ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি

কেউ ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলে স্বাভাবিকভাবে দুই প্রকারের উপায় সামনে আসে। এক. কারো লেখা পাঠ করা। দুই. কারো কাছে গিয়ে সরাসরি তার থেকে শেখা। এই দুই পদ্ধতিরই কিছু উসূল (নিয়মনীতি) ও আদব রয়েছে। প্রথম পদ্ধতির সবচে বড় উসূল হচ্ছে সেটা কার লেখা তা যাচাই করা। অর্থাৎ আমার শিক্ষাটা যেন হয় হকপন্থী কারো বই থেকে। হকপন্থীদের বই চেনার উপায় হচ্ছে নিজের জানা-শোনা হকপন্থী কোনো আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোনো আলেমের কাছে না গিয়ে শুধু বই-পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোনো হকপন্থী আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে আমার ভুল বুঝা বা উল্টা বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা আমি যা শিখছি তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ আমার দিলে খটকা লাগতে পারে। যা হতে পারে আমার ক্ষতির কারণ।

এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ.

ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে।-সহীহ বুখারী ১/২৪

কুরআনে কারীমের এক আয়াত থেকেও বুঝা যায় ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে আসল পদ্ধতি হল আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া। ইরশাদ হয়েছে-

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

তোমরা যদি না জানো তবে আহলে যিক্রের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও।-সূরা নাহল (১৬): ৪৩

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাতেবী রাহ. তাঁর 'আলমুআফাকাত' গ্রন্থে লিখেছেন-

قَالُوا إِنَّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُوْرِ الرِّجَالِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَالِ.

আহলে ইলম বলেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে। পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে। -আলমুআফাকাত, শাতেবী ১/১৪০

এজন্য শুধু বই-পত্র পড়াকেই ইলম শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। পড়তেও হবে, আলেমদের কাছেও যেতে হবে। তবে পড়ার চেয়ে আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইলম শিক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতির একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে, অপরিচিত বা যার সম্পর্কে নিজের জানাশোনা নেই- এমন কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আমি যার থেকে ইলম গ্রহণ করছি সে হকপন্থী কি-না- তা আমার জানা থাকতে হবে। অথবা জানাশোনা আছে, এমন হকপন্থী আলেম তার ব্যাপারে কী বলেন- সেটা লক্ষ করতে হবে।

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবনে সীরীন রহ. বলেন-

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.

এই ইলম (কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ।-সহীহ মুসলিম ১/১৪

# ইলমের জন্য দরকার মেহনত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُولَدْ عَالِمًا، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ.

তোমাদের কেউই আলেম হয়ে জন্ম লাভ করে না। ইলম তো হাসিল হয় শিক্ষা করার মাধ্যমে।-আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্ট-মুজাহাদা শিকার করার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন অল্প বয়সী সাহাবীদের একজন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করতেন। আর এলাকার সমবয়সী ছেলেদেরকেও বলতেন, চল আমরা সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম শিক্ষা করি। কেননা তাঁরা তো এখন অনেকেই জীবিত। বন্ধুরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, এত বড় বড় সাহাবী থাকতে কি মানুষেরা তোমার ইলমের মুখাপেক্ষী হবে? ফলে তারা যেত না আর তিনি গিয়ে সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করতেন।

তিনি বলেন, আমি যখন শুনতাম অমুক সাহাবীর কাছে ইলম আছে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতাম। কোনো সময় এমনও হত যে, সাহাবীর আসতে দেরি হচ্ছে আর আমিও ক্লান্ত। তখন আমি তাঁর অপেক্ষায় আমার চাদরখানাকে বালিশ বানিয়ে তাঁর দরজায় শুয়ে পড়তাম। আর বাতাসে ধূলা উড়ে এসে আমার শরীর ধূলা ধূসরিত হয়ে যেত। যখন সাহাবী বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর দরজায় আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখতেন; তখন বলতেন, আয় আল্লাহ! নবীজীর চাচাত ভাইয়ের এ কী অবস্থা! আমাকে সম্বোধন করে বলতেন, আপনার কোন্ জিনিসের প্রয়োজন? আমার কাছে খবর পাঠালে আমি নিজেই আপনার বাড়িতে গিয়ে হাযির হতাম। তখন আমি বলতাম, কখনোই না। আমিই আপনার কাছে আসার বেশি মুখাপেক্ষী। এরপর আমি তাঁর থেকে হাদীসের জ্ঞান হাসিল করতাম।

একসময় যখন বড় বড় সকল সাহাবা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন লোকজন দ্বীনী জ্ঞান হাসিল করার জন্য আমার চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল। তখন ঐ আনসারী ছেলেরা আমাকে দেখে বলত-

كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنَّا.

এই যুবকই আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল।-সুনানে দারেমী, হাদীস ৫৯০; তবাকাতু ইবনে সা'দ ২/২৮৪

## উস্তাযের দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ

ইলমের জন্য জরুরি হল দীর্ঘ সময় উস্তাযের সাহচর্য গ্রহণ করা। আমাদের আকাবিরগণ শুধু এক উস্তাযের কাছেই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতেন। আরবী ভাষার বিশিষ্ট ইমাম আবু উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না রাহ. বলেন, আমি আমার উস্তায প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ ইউনুস ইবনে আবী হাবীবের খেদমতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করেছি।-ওফাইয়াতুল আ'য়ান, ইবনে খল্লিকান ২/৪১৬

ইমাম মালেক রাহ বলেন-

كَانَ الرَّجُلُ يَخْتَلِفُ إِلَى الرَّجُلِ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً يَتَعَلَّمُ مِنْهُ.

শিষ্য উস্তাযের সাহচর্যে ত্রিশ বছর আসা-যাওয়া করত এবং তার থেকে ইলম অর্জন করত।-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী ৮/১০৮

লজ্জা ও অহংকার ইলম হাসিলের পথে বড় অন্তরায়

অহংকার বড় ভয়ংকর ব্যাধি। অহংকারের কারণে অন্যান্য অনেক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ইলমের মতো মহা কল্যাণ থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়। আবার অনেকের ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু লজ্জার কারণে শিখতে পারে না।

লজ্জা অনেক প্রশংসনীয় একটি গুণ। তবে অনর্থক লজ্জা ভালো নয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. আনসারী নারীদের প্রশংসা করে বলেছেন-

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.

আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের জন্য বাধা হয় না।-সহীহ বুখারী ১/৩৮

## ইলমের ধারক-বাহকগণকে সম্মান করা

আরো ইরশাদ করেন-

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ দিনার-দিরহামের (অর্থ-সম্পদের) ওয়ারিশ বানান না। তাঁরা ওয়ারিশ বানান ইলমের। সুতরাং যেই ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে তো (মিরাছের) এক বিরাট অংশ গ্রহণ করল।-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৪১

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইলমের গুরুত্ব বোঝার এবং ইখলাস ও আদবের সাথে দ্বীনী ইলম অর্জনের তাওফীক দিন। (তথ্য: মাসিক আল কাউসার)

মহান আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানহীন অবস্থায় মায়ের পেট থেকে বের করেছেন (নাহল ১৬/৭৮)। অতঃপর তাকে অল্প ইল্ম দান করা হয়েছে’ (ইসরা ১৭/৮৫)।

মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। দুনিয়াতে অনেক ইলম রয়েছে, যা সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে দ্বীনি ইলম তথা মানুষের স্রষ্টা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও শেষ পরিণাম সম্পর্কে সকল মানুষের জানা আবশ্যক। এজন্য আল্লাহ রাববুল আলামীন দ্বীনী ইলম অর্জনকে ফরয করেছেন। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি প্রথম অহী ছিল ‘পড়’ । আলোচ্য প্রবন্ধে দ্বীনী ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইলমে দ্বীনের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফযীলতসমূহ নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

ইলমেরর গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। নিমেণ এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ’ ল।-

(১) মহান আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি কলম : কলম ইল্মের অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ. فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ، ‘আল্লাহ তা ‘ আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন, ‘লিখ’ । কলম বলল, কি লিখব? তিনি বললেন, তাক্বদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছুই’ ।[3] সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টির কারণে ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত হয়। আর এই লেখনির মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে ইলম সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কুরআন নাযিল হওয়ার পর ছাহাবীগণ সাথে সাথে কুরআন লিখে নিয়েছেন। এছাড়াও কুরআনুল কারীমের ২৯তম পারায় ৬৮তম সূরা হ’ ল ‘সূরা ক্বলম’ । ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তারা বলেছেন, قيّدوا العلم بالكتابة ‘তোমরা ইলমকে লেখনীর দ্বারা বন্দী করে ফেল’ ।[4]

লিখে রাখার কারণে আমরা হাদীছ পেয়েছি। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) ব্যতীত আর কারো নিকট আমার চেয়ে অধিক হাদীছ নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।[5] আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর ইয়ামানবাসী জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ اكْتُبُوا لأَبِي فُلاَنٍ، 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! (এ কথাগুলো) আমাকে লিখে দিন। তিনি (ছাহাবীদের) বললেন, তোমরা অমুকের পিতাকে লিখে দাও' ।[6]

(২) ইলমের কারণে আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের উপরে মর্যাদা দেওয়া হয় : আল্লাহ তা ' আলা আদমকে সৃষ্টি করে তার সম্মানার্থে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার আদেশ করলে ফেরেশতাগণ সিজদা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা 'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে ইল্ম শিক্ষা দিলেন এবং ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। মহান আল্লাহ বলেন,وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيْمُ- 'অতঃপর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন।

অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বল, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও। তারা বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয় আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (বাক্বারাহ ২/৩১-৩২)। অতঃপর তিনি আদমকে বললেন, 'হে আদম! তুমি এদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দিল, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সমূহ আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন কর, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত?' (বাক্বারাহ ২/৩৩)। এরপর আল্লাহ আদমকে সম্মানসূচক সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন' (বাক্বারাহ ২/৩৩-৩৪)।

(৩) জ্ঞানের কারণে দুনিয়ায় মানুষকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে : পৃথিবীতে যাকেই আল্লাহ সম্মানিত করেছেন ও আদর্শ বানিয়েছেন, তা করেছেন জ্ঞানের কারণে। কুরআনে নবী-রাসূল নন এমন কতক মর্যাদাবান ব্যক্তির আলোচনা এসেছে। যেমন- ১. খিযির (কাহাফ ১৮/৬৫), ২. লোকমান (লোকমান ৩১/১২), ৩. ত্বালূত (বাক্বারাহ ২/২৪৭)।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে অবতীর্ণ প্রথম বাণী 'পড়' : লিখার মত পড়াও ইলমের অন্যতম মাধ্যম। জাহেলী সমাজে ইসলামের আলো জ্বালানোর জন্য 'উম্মী' তথা 'নিরক্ষর' নবীকে (জুম 'আ ৬২/২) প্রথমে পড়া তথা জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ- 'পড়! তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিন্ড হ' তে। পড়, আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না' ('আলাক্ব ৯৬/১-৫)।

(৫) ইলম অন্বেষণ করা ফরয : ইলম অর্জনের হুকুম হ' ল ফরয। মহান আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ 'অতএব তুমি জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তোমার ক্রটির জন্য ও মুমিন নর-নারীদের ক্রটির জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর' (মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)। এখানে মহান আল্লাহ 'ঈমান' ও 'আমলের' পূর্বে ইল্ম অর্জনকে আবশ্যক করেছেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারয'।[7] ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, باب العلم قبل القول والعمل 'কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন অনুচ্ছেদ'। তারপর তিনি সূরা মুহাম্মাদের ১৯নং আয়াত পেশ করে বলেন, 'আল্লাহ ইলম দ্বারা আরম্ভ করেছেন।[8] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'ইলম ছাড়া ঈমান হয় না'।[9] উল্লেখ্য যে, ফরয ইলম দুই প্রকার। ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া।[10]

ফরযে আইন : শরী 'আত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম আহকাম ও মাসআল-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাছিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয।[11] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ফরযে আইন ইলম হ' ল- ১. ঈমানের উছূল তথা খুঁটিগুলো জানা, ২. ইসলামী শরী 'আতের ইলম। যেমন- ওযূ, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি, ৩. ইসলামের হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর জ্ঞান, ৪. মু 'আমালাত ও মু ' আশারাতের ইলম।[12]

ফরযে কিফায়া : কোন বিয়য়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করা তথা বিশেষজ্ঞ হওয়া, যা সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন ইসলামী শরী 'আতের জ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ- 'আর মুমিনদের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহর নাফরমানী হ' তে) সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সাবধান হয়' (তওবা ৯/১২২)।

(৬) ইলম সকল ইবাদতের মূল : যে কোন আমল আল্লাহর কাছে কবুলযোগ্য হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে।[13] আর এগুলো জানার জন্য ইল্মের প্রয়োজন। এছাড়াও তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ 'আত জানার জন্যও ইল্মের প্রয়োজন। আল্লাহ দুনিয়াতে দু' টি রাস্তা দেখিয়েছেন (বালাদ ৯০/১০), একটি শুকরিয়ার অন্যটি কুফরীর (ইনসান ৭৬/৩)। একটি শয়তানের অন্যটি রহমানের। এগুলো জানার জন্য ইল্মের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে হক-বাতিল বা সঠিক-বেঠিক জানার জন্য ইল্মের প্রয়োজন।

ছালেহ আল-উছায়মীন (রহ.) বলেন, ইলম অর্জন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ' ।... আল্লাহ তা ' আলা দ্বীনের বুঝকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমতুল্য করেছেন। বরং তদপেক্ষা বেশী। কারণ ইলম ছাড়া মুজাহিদ জিহাদ করতে পারে না; মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে না; যাকাত আদায়কারী যাকাত দিতে পারে না; ছায়েম ছিয়াম পালন করতে পারে না; হাজী হজ্জ করতে পারে না; ওমরাহকারী ওমরাহ করতে পারে না; খাদ্য গ্রহণকারী খাদ্য খেতে পারে না; পানকারী পান করতে পারে না; ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমাতে পারে না; জাগ্রত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগতে পারে না। তাই ইল্ম হ' ল সবকিছুর মূল।[14]

(৭) ইলম অন্তরের জ্যোতি ও চোখের আলো : মহান আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ- 'আর এভাবেই আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি রূহ (কুরআন), আমাদের আদেশক্রমে। অথচ তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি? বস্ত্ততঃ আমরা একে করেছি জ্যোতি। যার মাধ্যমে আমরা পথপ্রদর্শন করি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে আমরা চাই। আর নিশ্চয়ই তুমি প্রদর্শন করে থাক সরল পথ' (শূরা ৪২/৫২)।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ইলম জীবন ও আলো আর মূর্খতা হ' ল মৃত ও অন্ধকার। সমস্ত অনিষ্টের মূল হ' ল জীবন ও আলো না থাকা। আর কল্যাণের মূল হ' ল আলো ও জীবন। মহান আল্লাহ বলেন,أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، 'আর যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে' (আন 'আম ৬/১২২)।[15]

(৮) আক্বীদা ও আমল ছহীহ হওয়ার ভিত্তি ইল্ম : কথা ও কাজের পূর্বশর্ত হ' ল ইল্ম। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إن العلم إمام العمل، وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لايكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه، بل مضر عليه، كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. 'নিশ্চয় ইলম আমলের নেতা ও তার পরিচালক। আর আমল ইল্মের অনুগামী ও তার অনুসারী। আমল যদি ইল্মের পিছনে না থাকে এবং তার অনুসারী না হয় তাহ' লে তা তার জন্য উপকারী হবে না। বরং তার জন্য ক্ষতিকর

হবে। যেমন কোন সালফ বলেছেন, ইল্ম ছাড়া যে আল্লাহর ইবাদত করে সে কল্যাণের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে’ ।[16]

(৯) ইবাদতের চেয়ে ইলমের মর্যাদা অধিক : সা ‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,فضلُ العلمِ أحبُّ إليَّ من فضلِ العبادةِ وخيرُ دِينكمُ الورَعُ، ‘ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা ইলমের মর্যাদা আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। আর তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হ’ল আল্লাহভীতি’ ।[17]

হুযায়ফাহ বিন ইয়ামান (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ ‘ইলমের মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা উত্তম। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠতম দ্বীন হ’ ল সংযমশীলতা’ ।[18]

(১০) ইলম পানাহার অপেক্ষা অধিক যরূরী : মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানাহারের প্রয়োজন যেমন, ইলমের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এমনকি কোনটা খাবে, কোনটা খাবে না সেটাও ইলমের মাধ্যমেই নির্ধারণ করতে হবে।

তাই ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন,الناس مُحْتَاجُون إلى العِلْم أكثر مِن حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يُحْتَاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعِلْم يُحْتَاج إليه بِعَدَد الأنفاس ‘মানুষের পানাহারের চেয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন বেশী। কারণ খাদ্য ও পানীয় দিনে একবার বা দু’ বার প্রয়োজন। আর জ্ঞানের প্রয়োজন শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা পরিমাণ’ ।[19]

(১১) ইলম নবীদের উত্তরাধিকার : প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হন। নবীগণ মৃত্যুর সময় মীরাছ হিসাবে ইলম রেখে গেছেন। তাই যারা ইলম অর্জন করতে পারল তারাই নবীগণের প্রকৃত উত্তরাধিকার হ’ ল। আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، ‘অবশ্যই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসাবে কোন দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি, বরং তাঁরা মীরাছ হিসাবে রেখে গেছেন ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম লাভ করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে’ ।[20]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা মদীনার বাযার অতিক্রম করছিলেন। তখন বাযারে দাঁড়িয়ে বললেন, হে বাযারের লোক সকল! কিসে তোমাদেরকে অপারগ করল? তারা বলল, উহা কি হে আবূ হুরায়রাহ? তিনি বললেন, ওখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মীরাছ বণ্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে? তোমরা সেখানে গিয়ে কিছু অংশ নাও না কেন? তারা বলল, উহা কোথায়? তিনি বললেন, মসজিদে। একথা শুনে তারা সেখানে ছুটে গেল। আর আবু হুরায়রাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত তারা ফিরে এল। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি করলে? তারা বলল, হে আবূ হুরায়রাহ! আমরা গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। কিন্তু কোন

কিছু বণ্টন হচ্ছে তা তো দেখলাম না? আবূ হুরায়রা বললেন, তোমরা মসজিদে কাউকে দেখতে পাওনি? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা দেখেছি কিছু লোক ছালাত আদায় করছে, কিছু লোক কুরআন তেলাওয়াত করছে, কিছু লোক হালাল-হারামের বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা করছে। তখন আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বললেন, আফসোস তোমাদের জন্যে! ওটাই তো মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মীরাছ' ।[21]

(১২) সম্পদের চেয়ে ইলম উত্তম : সকল মানুষই সম্পদের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। অথচ দুনিয়া ও আখেরাতে তার সম্পদের তুলনায় ইলম অনেক বেশী উপকারী ও উত্তম। আলী (রাঃ) বলেন,العلمُ خيرٌ مِن المالِ، العلمُ يحرُسُكَ، وأنتَ تحرُسُ المال، المالُ يُنقِصُه النفقةُ، والعلمُ يزكو على الإنفاقِ، 'সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। জ্ঞান আপনাকে রক্ষা করে আর আপনি সম্পদকে রক্ষা করেন। অর্থ ব্যয় করলে কমে যায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়' ।[22] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, অনেক দিক থেকে সম্পদের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশী।[23]

যেমন- ক. ইলম হ' ল নবীগণের মীরাছ, আর সম্পদ হ' ল ধনীদের মীরাছ।

খ. নিশ্চয়ই ইলম তার মালিককে পাহারা দেয়, কিন্তু সম্পদ মালিককে পাহারা দেয় না, বরং মালিককে তার সম্পদ পাহারা দিতে হয়।

গ. সম্পদ খরচ করলে কমে যায়, আর ইলম খরচ করলে বৃদ্ধি পায়।

ঘ. নিশ্চয়ই মালের মালিক মারা গেলে তার থেকে মাল পৃথক হয়, আর ইলম তার মালিকের সাথে কবরে প্রবেশ করবে।

ঙ. সম্পদের উপর ইলমের হুকুম প্রযোজ্য হয় কিন্তু ইলমের উপর সম্পদের হুকুম প্রযোজ্য হয় না।

চ. সম্পদ মুমিন-কাফের ও ভালো-মন্দ সকলে অর্জন করতে পারে। কিন্তু উপকারী ইলম মুমিন ছাড়া কেউ অর্জন করতে পারে না।

ছ. সম্পদ মানুষকে অবাধ্যতা, অহংকার ও হিংসার দিকে নিয়ে যায় আর ইলম মানুষকে বিনয় ও আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়।

জ. সম্পদের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ইলমের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ঝ. নিশ্চয় ইলম মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে আর সম্পদ মানুষকে দুনিয়ার দিকে ধাবিত করে।

ঞ. সম্পদশালী মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আলেম আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে।

(১৩) ইলম অর্জন জিহাদের অন্যতম প্রকার : জিহাদ শুধু ঢাল-তরবারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইলম অর্জনও এক প্রকার জিহাদ; বরং এটিই সকল জিহাদের মূল। কারণ ইলম ছাড়া কোন জিহাদই সঠিক হবে না। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'জিহাদ দুই প্রকার। প্রথমত:

হাত ও মুখের জিহাদ; দ্বিতীয়ত: প্রমাণ ও দলীলের জিহাদ। এটা যারা রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী তাদের সাথে খাছ। এটা নেতাদের জিহাদ' । বিশাল উপকারিতা, সরবাহের ব্যাপকতা ও তার শত্রুদের বিশালতার কারণে ২য় প্রকার দু' টি জিহাদের মধ্যে সর্বোত্তম। এজন্য মহান আল্লাহ সূরা ফুরক্বানে বলেন, 'আর আমরা চাইলে প্রত্যেক জনপদে একজন করে সতর্ককারী (রাসূল) প্রেরণ করতাম। অতএব তুমি কাফেরদের অনুসরণ করো না। আর তুমি তাদের বিরুদ্ধে এর (কুরআনের) সাহায্যে কঠোর জিহাদ কর' (ফুরক্বান ২৫/৫১-৫২)।[24]

(১৪) ইলম ক্ষতি থেকে বাঁচায় : দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতি থেকে বাচার জন্য সূরা আছরে আল্লাহ চারটি গুণের কথা বলেছেন তান্মধ্যে ঈমান তথা ইল্ম হ' ল প্রথম। মহান আল্লাহ বলেন,إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ- 'নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক' -এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' (আছর ১০৩/২-৩)। মূলতঃ জানার নামই ঈমান। আর ঈমানের পূর্ব শর্ত হ' ল ইলম (মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)।
দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য ইলমের প্রয়োজন। ইমাম শাফেঈ বলেন,من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم أيضا 'যে দুনিয়া চায় তার জন্য ইলম অর্জন করা যরূরী, যে আখেরাত চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী। আর যে (দুনিয়া ও আখিরাত) উভয়টিই চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী' ।[25]

(১৫) আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে জ্ঞান দান করেন : মু 'আবিয়াহ (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন' ।[26] আর যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেন তাকেই মূলতঃ সর্বিক কল্যাণ দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুত জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না' (বাক্বারাহ ২/২৬৯)।
ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,إن من نال شيئا من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله بالعلم، 'নিশ্চয়ই দুনিয়া ও আখেরাতে যে মর্যাদা লাভ করেছে, তা ইলমের জন্যই লাভ করেছে' ।[27]
ছাহাবীগণ ভিন্ন ভিন্ন ইলমে পারদর্শী ছিলেন। কেউ হাদীছ বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ), আনাস (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ। কেউ কুরআন লিখার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। যেমন যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ), মু 'আবিয়া (রাঃ) প্রমুখ। কেউ কুরআনের তাফসীরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)। কেউ আবার শৈশবেই গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে

আববাস (রাঃ)। ইবনু ওমর (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) একদা বললেন, গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে অবগত কর সেটি কি গাছ? তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার ধারণা হ’ ল, সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (ছোট হওয়ায়) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাদের বলে দিন, সেটি কি গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ’ ।[28]

(১৬) ইলমের কারণে বান্দা রিযিক প্রাপ্ত হয় : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকত এবং অন্যজন আয়-উপার্জনে লিপ্ত থাকত। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সেই উপার্জনকারী ভাই তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন, لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ ‘হয়তো তার অসীলায় তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছ’ ।[29]

(১৭) ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে নে ‘মত : আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নে ‘মত হ’ ল ইলম। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেন,وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا- ‘আর আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও সুন্নাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুত তোমার উপর আল্লাহর করুণা অসীম’ (নিসা ৪/১১৩)। আর যাকে এই ইলম দেওয়া হয়েছে তাকেই মূলত কল্যাণ দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، ‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়’ (বাক্বারাহ ২/২৬৯)। আল্লাহ ইলমের মত নে ‘মত তাঁর প্রিয় বান্দা তথা নবী-রাসূলদেরকে দিয়েছেন। যেমন- ইউসুফ (আঃ) (ইউসুফ ১২/২২), মূসা (আঃ) (ক্বাছাছ ২৮/১৪), ঈসা (আঃ) (মায়েদাহ ৫/১১০), দাঊদ (আঃ) (ছোয়াদ ৩৮/২০), সোলায়মান (আঃ) (আম্বিয়া ২১/৭৯;নামল ২৭/১৫)।

(১৮) মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে : দুনিয়াতে ইলম যেমন মর্যাদার বস্তু তেমনি মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ‘আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; ছাদাক্বাহ জারিয়াহ অথবা ইলম, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য দো ‘আ করে’ ।[30] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,إِنَّ

مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ 'মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হ' তে নিশ্চিতভাবে যা তার সাথে মিলিত হয় তা হ' ল সেই ইলম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান, যাকে রেখে সে মারা গেছে অথবা কুরআন, যা সে মীরাছরূপে ছেড়ে গেছে অথবা মসজিদ, যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে অথবা মুসাফিরখানা, যা সে পথিকদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে অথবা পানির নালা, যা সে প্রবাহিত করে গেছে অথবা ছাদাক্বা, যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় দান করে গেছে। এসব কর্মের ছওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে' ।[31]

(১৯) রাসূল (ছাঃ) কবরে নামানোর সময় আলেমকে অগ্রাধিকার দিতেন : জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ওহোদের শহীদগণের দু' দু' জনকে একত্র করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ 'তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত? দু' জনের কোন একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হ' লে প্রথমে তাঁকে কবরে রাখতেন। অতঃপর এরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি রক্ত-মাখা অবস্থায়ই তাঁদের দাফন করার আদেশ করলেন এবং তাঁদের গোসলও দেননি' ।[32]

তথ্যসূত্র:

মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

তুলাগাঁও নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

[1]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মু 'জামুল ওয়াফী, পৃঃ ৭০৫।

[2]. আল-মাওসূ 'আতুল ফিক্বহিয়াহ, ৩০/২৯০।

[3]. তিরমিযী হা/২১৫৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৩।

[4]. হাকেম হা/৩৬০; দারেমী হা/৪৯৮।

[5]. বুখারী হা/১১৩।

[6]. বুখারী হা/১১২।

[7]. ইবনে মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুল জামে হা/৩৯১৩।

[8]. কিতাবুল ইলম, অনুচ্ছেদ- ১০।

[9]. ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১) ফাযলুল ইল্ম ওয়াল 'উলামা (বৈরুত: আল মাকতাব আল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ: ২৯।

[10]. ছালেহ আল-উছায়মীন: শরহে রিয়াযুছ ছালেহীন ৫/৪১৬।

[11]. কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর) মদিনা: বাদশাহ্ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, ১/১০২৭ পৃ:।

[12]. ফাযলুল ইল্ম ওয়াল উলামা (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ: ৩০-৩১।

[13]. 'আমল কবুলের শর্ত তিনটি : (১) আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া (২) তরীকা সঠিক হওয়া এবং (৩) ইখলাছে আমল। অর্থাৎ কাজটি নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে হওয়া (যুমার ৩৯/২)। দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাফসীরুল কুরআন, সূরা আছর ৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্র:।

[14]. মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-উছায়মিন: শরহ রিয়াযিছ ছালেহীন (রিয়াদ: দারুল ওতান, ১ম প্রকাশ ১৪২৮ হি:) ৫/৪১৩-৪১৪।

[15]. ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, পৃঃ ৩২১; মিফতাহু দারিস সা 'আদাহ ১/২৩১।

[16]. মিফতাহু দারিস সা 'আদাহ পৃঃ ২।

[17]. মুসতাদরাক হাকিম হা/৩১৪; ছহীহুল জামে ' হা/৪২১৪।

[18]. ত্বাবারানী আওসাত্ব হা/৩৯৬০; বাযযার হা/২৯৬৯; ছহীহুত তারগীব হা/৬৫।

[19]. মাদারিজুস সালেকীন ২/৪৭০; ইলামূল মু 'আক্কেইন ২/২৫৬।

[20]. আবু দাউদ হা/৩৬৪১; তিরমিযী হা/২৬৮২।

[21]. ত্বাবরানী আওসাত্ব হা/২/১১৪; আলবানী, ছহীহুত তারগীব হা/৮২।

[22]. ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, ১৫৬ পৃঃ; ইবনে আসাকির, তারিখ দিমাশক ৫০/৫৭১; গাযালী, ইহইয়া উলূমুদ্দীন ১/১৭-১৮।

[23]. ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, পৃঃ ৯-২২৪। তিনি প্রায় চল্লিশটি দিক উল্লেখ করেছেন।

[24]. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম: যাদুল মা 'আদা ৩/৫৮।

[25]. https://marj3y.com/صحة-من-أراد-الدنيا-فعليه-بالعلم-ومن-أرا/

[26]. বুখারী হা/৭১, ৩১১৬, ৭৩১২; মুসলিম হা/২৪৩৬, ২৪৩৯।

[27]. ফাযলুল ইল্ম ওয়াল ওলামা (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ:৮০।

[28]. বুখারী হা/৬১।

[29]. তিরমিযী হা/২৩৪৫; সিলসিলা ছহীহা হা/২৭৬৯।

[30]. মুসলিম হা/৪৩১০।

[31]. ইবেন মাজাহ হা/২৪২, ইবনে খুজাইমাহ হা/২৪৯০।

[32]. বুখারী হা/১৩৫৩।

# কুরআনে শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্ব

কুরআনে বহু আয়াতে শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতগুলো কেবল জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ দেয় না, বরং ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং সমাজের কল্যাণে জ্ঞানের মূল্যকেও তুলে ধরে।

এখানে কুরআনের কিছু আয়াত দেওয়া হলো যেগুলো শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অনুসন্ধানের সঙ্গে সম্পর্কিত:

১. সূরা আল-আলাক (৯৬:১-৫)

"পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ো, আর তোমার প্রতিপালক সবচেয়ে সম্মানিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।"

এটি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রথম ওহি, যা পড়া, শেখা ও জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরে।

২. সূরা আল-বাকারা (২:২৬৯)

"তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন, আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে তো অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। কেবল বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে।"

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রজ্ঞা ও বোঝাপড়াকে উপহার হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

৩. সূরা আল-মুজাদিলা (৫৮:১১)

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের মর্যাদা বহু গুণ বাড়িয়ে দেবেন।"

এই আয়াতে বলা হয়েছে, ঈমানদার ও জ্ঞানীদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত উচ্চ।

৪. সূরা আজ-জুমার (৩৯:৯)

"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে নামাজে রত, সেজদায় এবং দাঁড়িয়ে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার প্রভুর রহমতের আশা রাখে — সে কি তার মতো, যে এমন নয়? বলো, যারা জানে আর যারা জানে না — তারা কি সমান? কেবল বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে।"

এই আয়াত জানিয়ে দেয় যে, জ্ঞানীরা অজ্ঞদের সমান নয় — জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব এভাবেই ফুটে ওঠে।

৫. সূরা আলে ইমরান (৩:১৯০-১৯১)

"নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করে বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আপনি এটা অনর্থক সৃষ্টি করেননি, আপনি পবিত্র — অতএব আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।' "

এই আয়াত চিন্তাভাবনা ও সৃষ্টির নিদর্শনের ওপর গবেষণার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

৬. সূরা আত-তাওবা (৯:১২২)

"সকল মুমিনের একসাথে বের হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক দলের কিছু লোক থাকা উচিত যারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করবে এবং যখন তারা ফিরে আসবে তখন তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করবে যেন তারা সাবধান হয়।"

এটি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের ও তা অন্যদের শিক্ষাদানের গুরুত্ব বোঝায়।

৭. সূরা আনকাবুত (২৯:৪৩)

"আর আমরা মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরি, কিন্তু কেবল জ্ঞানীরাই তা বোঝে।"

এই আয়াত জানায় যে, কুরআনের উপমাগুলো বোঝার জন্য জ্ঞান অপরিহার্য।

৮. সূরা আল-জুমু' আহ (৬২:২)

"তিনি নিরক্ষরদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াত পাঠ করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন, এবং তাদের কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্ট ছিল।"

এই আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে, যিনি মানুষকে কিতাব ও হিকমাহ (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দিয়েছেন।

৯. সূরা আন-নাহল (১৬:৪৩)

"আপনার পূর্বে আমরা কেবল পুরুষদেরকেই প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আমরা ওহি পাঠিয়েছি। যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো।"

এটি জানায়, অজ্ঞতার ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও বিশ্বাসযোগ্যদের থেকে জ্ঞান অর্জন করা উচিত।

১০. সূরা আল-ইসরা (১৭:৩৬)

"যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কানে, চোখে ও অন্তরে — এসবের বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।"

এই আয়াত বলে, সঠিক তথ্য ছাড়া কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়া উচিত — জ্ঞান অনুসন্ধানের গুরুত্ব স্পষ্ট।

১১. সূরা আল-মুমতাহিনা (৬০:৮)
"আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না সেইসব লোকদের সঙ্গে সদাচরণ করতে যারা ধর্মের কারণে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে ঘর থেকে বহিষ্কার করেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।"
এটি জানায়, এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গেও ন্যায় ও শিক্ষা বিনিময় করা উচিত।

১২. সূরা আল-আ' রাফ (৭:১৭৯)
"আমি বহু জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে বোঝে না; তাদের চোখ আছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে দেখে না; তাদের কান আছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে শোনে না। তারা চতুষ্পদের মতো; বরং তারা আরও বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল।"
এই আয়াত জানায়, বোঝার ও চিন্তাভাবনার ক্ষমতা — সত্যিকারের জ্ঞানের চাবিকাঠি।

উক্ত তথ্যের সমাপ্তি কথা:
এই সব আয়াত একত্রে ইসলাম ধর্মে জ্ঞানের মর্যাদা ও গুরুত্বকে তুলে ধরে। জ্ঞানের অনুসন্ধান কেবল ধর্মীয় শিক্ষায় সীমাবদ্ধ নয় — বরং এটি পৃথিবী, বিজ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতি ও আল্লাহর সৃষ্টির বিভিন্ন নিদর্শন উপলব্ধির মাধ্যম হিসেবেও চিহ্নিত।
(তথ্যসূত্র: ফেসবুক)

জ্ঞানার্জন করার পর তদনুযায়ী আমল না করার ভয়াবহ পরিণতি
প্রশ্ন: ইলম জানার পর না মানলে কী সমস্যা ?

উত্তর:
কুরআন ও হাদিসে দ্বীনের জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে অনেক বেশি উৎসাহিত করা হয়েছে। কুরআনের প্রথম আয়াত হল, 'ইকরা' "পড়ো" । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ইলম বা জ্ঞানান্বেষণকে ফরজ (অত্যাবশ্যক) বলে ঘোষণা করেছেন। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে পর্যাপ্ত আলোচনা এসেছে।
ইসলামে জ্ঞানার্জনের প্রতি এত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এ জন্য যে, যেন তারা জ্ঞানের আলোকে সত্য-মিথ্যা, হক-নাহক, হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি জেনে-বুঝে আমল করে,

নিজের মধ্যে থেকে জাহেলিয়াত বা মূর্খতা সূলভ আচরণ দূর করে এবং সমাজকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাষিত করে। সুতরাং কেউ যদি জ্ঞানার্জন করার পরও তা নিজের জীবনে প্রয়োগ না করে তাহলে সে মূলত: জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যকেই ব্যহত করল। তাই নিম্নে কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফদের বক্তব্যের আলোকে বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হল।

## জ্ঞানার্জন করার পর তদনুযায়ী আমল না করার পরিণতি:

যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলো সে ফরজ লঙ্ঘন করার কারণে গুনাহগার তো হবেই কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করার পরও আমল থেকে দূরে থাকলো তার পরিণতি হবে আরও ভয়াবহ।

নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষেপে  আলোকপাত করা হল:

1. কিয়ামতের দিন আল্লাহ বিচারের কাঠগড়ায় কঠিন জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হবে:

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ

[رواه الترمذي :2417، وقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ]

আবু বারযা নাদলা ইবনে উবায়েদ আসলামী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“কিয়ামতের দিন বান্দাহর পদযুগল সরবে না, যে পর্যন্ত না তাকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ তার জীবনকাল কিরূপে অতিবাহিত করেছে, তার জ্ঞান কি কাজে লাগিয়েছে, তার সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কিসে খরচ করেছে এবং তার শরীর কিভাবে পুরানো করেছে?”

[ইমাম তিরমিযী এ হাদীস (নং-২৪১৭) বর্ণনা করে বলেন, হাদীস টি হাসান ও সহীহ।]

2. ইলম অনুযায়ী আমল না করলে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে হবে:

হাদিসে এসেছে:

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ . قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ . وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ . فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

“তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে-যে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন অধ্যায়ন করেছে। তখন তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের কথা তাকে স্বরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তার স্বীকার করবে।

তখন আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ এই জ্ঞান দ্বারা তুমি কী করেছো?

জবাবে সে বলবে: আমি জ্ঞানার্জন করেছি এবং তা (অন্যকে) শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছি।

আল্লাহ তায়ালা বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি তো জ্ঞানার্জন করেছিলে এজন্যে যে, লোকেরা তোমাকে জ্ঞানী বলবে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্যে যে, লোকেরা তোমাকে কারী (কুরআন পাঠক) বলবে। আর তা তো বলা হয়েছে।
তারপর আল্লাহর আদেশ ক্রমে তাকেও উপুড় করে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

[সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) হাদিস নম্বরঃ (৪৭৭০) অধ্যায়ঃ ৩৪/ রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসন]

3. ইলম অনুযায়ী আমল না আল্লাহর ক্রোধের কারণ:

ইলম অনুযায়ী আমল না আল্লাহর ক্রোধের কারণ এবং এটি মূলত: করা ইহুদিদের চরিত্র। তাইতো আল্লাহ তাআলা সূরা ফাতিহার মধ্যে ইহুদিদেরকে الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ বা "আল্লাহর ক্রোধের শিকার" বলা হয়েছে। এর একটি অন্যতম কারণ হল, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল কৃত আসমানি কিতাব তওরাতের জ্ঞান রাখত কিন্তু তদনুযায়ী আমল করতো না। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের সন্তানের মত করে চিনতো কিন্তু তারপরও তাকে স্বীকার করে নি। (দেখুন, সূরা আনআম: ২০)

❑ জ্ঞানার্জন করার পর তদনুযায়ী আমল করার গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েক জন মুসলিম মনিষীর বক্তব্য:

নিম্নে জ্ঞানার্জন করার পর তদনুযায়ী আমল করার গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েক জন মুসলিম মনিষীর বক্তব্য তুলে ধরা হল:

- ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহ. (জন্ম: ১০৭-মৃত্যু: ১৮৭ হিজরি) বলেন:

على الناس أن يتعلموا فإذا علموا فعليهم العمل

"মানুষের জন্য শিক্ষার্জন করা আবশ্যক। আর যখন শিক্ষার্জন করবে তখন তা আমল করা আবশ্যক।"

- আব্বাসিয় খলিফা আব্দুল্লাহ ইবনুল মুতায (মৃত্যু: ২৪৭ হি:) বলেন:

علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة

"আমল ছাড়া ইলম ফলহীন বৃক্ষের মত।"

- তিনি আরও বলেন:

علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله

"মুনাফিকের জ্ঞান হল, তার কথার মধ্যে আর মুমিনের জ্ঞান হল, তার কর্মের মধ্যে।"

- আবু আব্দিল্লাহ রুযবারি (মৃত্যু: ৩৬৯ হিজরি) বলেন:

العلم موقوف على العمل والعمل موقوف على الإخلاص والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل

ইলম (জ্ঞান) নির্ভর করে আমল (কর্ম) এর উপর। আর কর্ম নির্ভরশীল ইখলাস (একনিষ্ঠতা) এর উপর। আর ইখলাস বা একনিষ্ঠতা আল্লাহর তরফ থেকে বুঝার ক্ষমতা এনে দেয়।"

এ প্রসঙ্গে সালাফে সালেহীন ও বিজ্ঞজনদের অনেক সুন্দর সুন্দর বক্তব্য আছে।

মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞানার্জন করে তদনুযায়ী আমাদের জীবনকে ঢেলে সাজানোর তওফিক দান করেন। আমীন।

উত্তর প্রদানে:
আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল
জুবাইল, দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স, সৌদি আরব

(তথ্যসূত্র: ফেসবুক পেজ)

## উপসংহার :

ইলম হচ্ছে জীবনের সেই নূর, যা মানুষকে অন্ধকার পথ থেকে হিদায়াতের আলোয় তুলে আনে। ইলম ছাড়া মানুষের চিন্তা, আমল, উদ্দেশ্য–সবই দুর্বল হয়ে যায়, আর ইলম থাকলে জীবন সুন্দরভাবে সাজানো যায়।

কুরআন ও হাদীস ইলমকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছে এবং এটিকে ইবাদত হিসেবে ঘোষণা করেছে। ইলম মানুষকে বিনয়ী করে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য এনে দেয়, আর আমলকে শুদ্ধ করে। ইলমই মানুষকে পরিপূর্ণ মুমিন হিসেবে গড়ে তোলে। তাই ইলম অর্জন করা শুধু প্রয়োজনই নয়, একজন মুমিনের দায়িত্বও। ইলম অর্জন, তা নিয়ে চিন্তা করা এবং আমলে রূপান্তরিত করাই প্রকৃত সফলতা।